শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা।

যখন শীতের প্রভাবে জীবজগৎ জড়তাময়, বৃক্ষলতা পল্লবসৌন্দর্য্যহীন, প্রভাত-সন্ধ্যা কুহেলিকাময়, ভানুকিরণ দৌর্ব্বল্যে বক্রগতি, ধরিত্রী শ্রীভ্রষ্টা, গগন-পবন ধূলিধূসরিত, তখন কে তাহার দিব্য বীণায় তান তুলিয়া, নূতন জীবনস্পন্দন জাগাইয়া, বসন্তকে ডাকিয়া সমস্ত সংসার সৌন্দর্য্যসম্পদে সাজাইতে বলে? তাহার পরিচয় প্রাণের অনুভূতিমাত্র দিতে পারে।

জগৎস্রষ্টার যে বিভূতি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের আধার, সকল কার্য্যকারণ-পরম্পরার জ্ঞান-মাত্র, ইনি সেই শক্তির চিন্ময়ী ধারণামাত্র। বৎসর বৎসর আমরা এই মূর্ত্তিমতী কল্পকলার পূজা করিয়া থাকি।

কিন্তু যাহা বিভূতিমাত্র, ধ্যেয় শক্তিমাত্র, অনন্তের গুণাভিব্যক্তি-মাত্র—তাহার মূর্ত্তি কিরূপে সম্ভবে? একথা হিন্দুকে কিছু বুঝাইতে হইবে না; কিন্তু এখনও অনেকে আছেন যাঁহাদিগকে একটু বুঝান আবশ্যক যে চিন্তার মূর্ত্তি-পরিগ্রহ অসম্ভব নহে।

যখন ভক্ত-সমক্ষে ভগবান্ আপন অনন্ত বিভূতির জ্ঞানাংশের কণামাত্রের বিভা বিস্ফুরিত করেন, তখন সেই ভক্তহৃদয় আপনি সে রূপরসে ডুবিয়া মজিয়া—জগৎকে ডাকিয়া বলিতে চাহে 'দেখ, দেখ কি সুন্দর, মধুর, স্নিগ্ধ!' কিন্তু তাহার সে অনুভূতি সহজে অন্যের কল্পনাগ্রাহ্য হয় না; তখন সে তাহার প্রাণের আবেগে হৃদয়-দেবতার রূপরাশির অণুমাত্র লইয়া মানব-কল্পনার ধারণা-যোগ্য যে মূর্ত্তি গঠিত করে, তাহা তাহার জ্ঞান ও অনুভূতি-বিতরণের ক্ষুধা কথঞ্চিৎ নিবারণ করে। আর, এই মূর্ত্তি দেখিয়া আর একজন ভক্ত বলিয়া উঠে, 'এমনি ত দেখিয়াছি!' তখন শতকণ্ঠে ধ্বনিত হয়,—'সে ত এমনি!' হায়, মানবের সীমাবদ্ধ কল্পনার কাছে, 'সে ত এমনি!' আমাদের পুণ্যপ্রাণ পূর্ব্ব-পুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন, 'সে ত এমনি!'—তাই আমরাও বলি, তাহার জ্ঞানময়, সৌন্দর্য্যময় অংশের কল্পনা করিতে গেলে, 'সে ত এমনি!'—সে ত এমনি সত্য শুভ্র, এমনি কোমল রমণীর মত, তাহার কণ্ঠে এমনি বীণা বাজে! তাহার এই কোমলতার কথা ভাবিলে বলিয়া উঠি—'মা আমাদের!' হউক ইহা ভ্রম, হউক ইহা কল্পনা—কিন্তু ইহাতে আমাদের প্রাণারাম!

আজি এই শুক্লা পঞ্চমীর দিন ডাকিতেছি, "এস মা এস, আজ সন্তানের হৃদয়মন্দিরে, আপনি ভক্তির সিংহাসন গড়িয়া লইয়া, সেখানে অধিষ্ঠিত হও। যেমন করিয়া বীণার রবে কাননে কাননে কুসুমকলিকা ফুটাইয়া তুলিতেছ, তেমনি করিয়া আমার হৃদয়কুসুম ফুটাইয়া তোল মা! তোমার চরণবর্ণে হৃদয়-প্রসূন রঞ্জিত কর মা, নব আনন্দে, পুলকে, শুষ্কপ্রায় পেলব পুষ্পকে আমোদিত কর মা। এস মা, 'নন্দিত কর, নন্দিত কর।'

"মা আজ সন্তানের হৃদয়ে তোমার স্বরূপ প্রকাশ কর মা; আজ বুঝাইয়া দাও মা, যে, আমার ন্যায় মূর্খ যাহারা, মূঢ় যাহারা, যাহারা তোমার প্রতিমাকে মৃন্ময় আকার-মাত্র ভাবে, তাহার অধিক ভাবিতে যাহারা চাহে না বা পারে না, যাহারা তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিয়াও, মৃন্ময়ে তোমার চিন্ময়ত্বের অধিষ্ঠান দেখিতে পায় না, তাহাদিগকে বুঝাইয়া দাও মা—চিন্ময়, চিন্ময় বলিয়া চীৎকার করিলেই চিন্ময়ে চিত্তনিবেশ হয় না,—বরং মৃন্ময়ের মধ্যে সাধনায় চিন্ময়ের সত্তাসামীপ্য সহজ। মৎসদৃশ মূঢ়গণকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও মা।

"এস মা,—যেরূপে কবিগণের মনোরঞ্জন করিয়াছ, যেরূপে মহাদেবের কণ্ঠাধিষ্ঠিতা হইয়া আগম-নিগম ব্যাখ্যা করিয়াছ—সে সব রূপে আসিও না মা, তোমার সে রূপপ্রভা দেখিবার, সহ্য করিবার শক্তি মানব-চক্ষের নাই। তোমার মহামহিম, পুণ্য মাতৃমূর্ত্তিতে আসিয়া সন্তানের সকল ভয়, সকল অজ্ঞান, সকল অন্ধকার দুঃখদৈন্য দূর কর, স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে আসিয়া সন্তানগণকে শান্তি-ক্রোড়ে তুলিয়া লও।

"আজি এই বিদ্যামন্দির-মধ্যে অধিষ্ঠিতা হইয়া, মা, তোমার তরুণ সন্তান-মণ্ডলীর হৃদয়ে যে নব আশা সঞ্চারিত করিতেছ, বর্ষে বর্ষে আসিয়া ঠিক এমনি করিও মা। আজ আমাদের হৃদয়ে যে স্নিগ্ধ আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছ, তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়। সমবেত সকলের প্রতি যে ভ্রাতৃভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা যেন আমাদের সাধ্য-সন্ধানে চিত্তবিকাশের সহায়রূপে যুগান্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। আমাদের প্রাণের প্রকাশ্য বাণীয় গ্রহণ কর মা!"

শ্রী—